জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চাৰ্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বাষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই বৈশাখ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 19th April. 1961 | ৪৬শ সংখ্যা

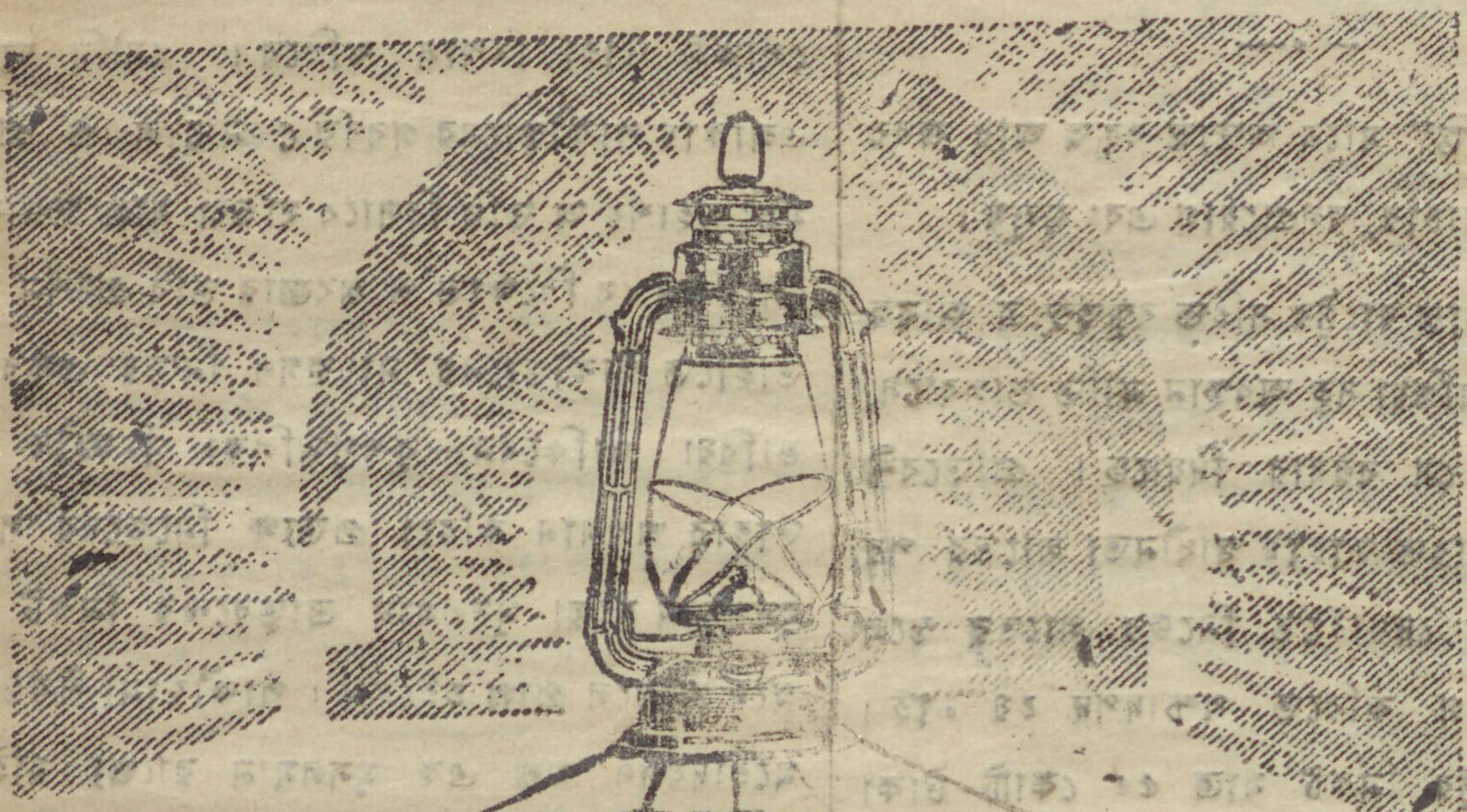

সকল ঘরের তরে

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

C. P. Servi

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির আবিষ্কার রান্নার ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

উন্নত কারিগরী ও নিপুণতা আনাছে।

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O.M.I.S.61

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

গগন-বিহারী রুশবীর
মেজর গ্যাগরীন

—•—

আজ আমরা আমাদের ভারতের মিত্র রাজ্যগুলির অন্যতম রুশিয়া রাজ্যের মহাশূন্যের উপর সাফল্য সংবাদ পাইয়া আমাদের নব-বর্ষের আনন্দ উপভোগ করিতেছি।

ছেলেবেলায় যখন ইস্কুলে পড়িতাম তখন শিক্ষক মহাশয় ভুগোলের পড়া নেবার সময় কেবল বলিতেন রুশিয়া তখন জিজ্ঞাসা করিতে হইত কোন্ রুশিয়া সার? শিক্ষক মহাশয় বলিতেন—প্রথমে এসিয়ার রুশিয়ার রাজধানী ও প্রধান নগরগুলি বল তারপর ইউরোপের রুশিয়ার বলিবে। তখন শিক্ষাক্ষেত্রে বেত্রের ব্যবহার ছিল। সার্ রুশিয়া (এশিয়া) বলিবামাত্র বলিতে হইত (এক নিশ্বাসে)—

রুশিয়া—টোবলস্ক, ইর্‌খুটাস্ক, টিফলিশ, ঝার্থা, ফেজান।

ইউরোপী রুশিয়া—সেন্টপিটর্স বর্গ, মস্কো, ওয়ারস্মা, ওডেসা, শিবাষ্টপোল।

মস্কোনগর কি জন্য বিখ্যাত? সার্ ঘন্টা—সার্ ঘন্টা। একজন বেত্রধারী সার্ ঘরের চার দেওয়ালে চারখানা ম্যাপ ((১) এশিয়া, (২) ইউরোপ, (৩) আফ্রিকা (৪) আমেরিকা) ঝুলিয়ে বলিতেন দেখাও "বোর্দ্দো"—প্রথম সমস্যা ওটা কোন ম্যাপে আছে। যে ম্যাপে আছে তাতে না গিয়ে অন্য ম্যাপে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে পিঠে পড়িল বেত্র। সারের ঠেলায় ভূত জব্দ। সার্ যেই বলেছেন বোর্দ্দো? সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে হতো। ফ্রান্স—প্যারিস্, লিওঁ, মার্শাল্, বোর্দ্দো, অলিও, টুর্, ব্রেষ্টলিলি, টুলুস্।

মস্কো তখন রাজধানী ছিল না। ইউরোপীয় রুশিয়ার রাজধানী ছিল সেন্ট্ পিটর্স বর্গ। প্রথম গ্রেট্ ওয়ারে তার নাম হলো পেট্রোগ্রাড। এখন মস্কো হয়েছে রাজধানী। আমরা মস্কো আবিস্কার করতে ম্যাপে কি প্রহার খেয়েছি! আজ রুশিয়ান বীর মেজর গ্যাগরীন গগনে উড়িয়া সারা পৃথিবী নিরীক্ষণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে সভায় বিবরণ দিয়া সবকে স্তম্ভিত করিতেছেন। বাহাদুরী বটে। ইতর প্রাণীদের প্রথমে পাঠাইয়া, গগন পরীক্ষার পর এবার মানুষ মেজর গ্যাগরীন প্রথম মানব বাহাদুরী নিলেন। আমরা রুশিয়ার সঙ্গে সমস্বরে বলি জয় মেজর গ্যাগরীন।

জবর-দোস্তি ও জবর দস্তি

—•—

"জবর দোস্তি" মানে অত্যন্ত বন্ধুত্ব আর জবর দস্তি মানে অত্যাচার, বলপ্রয়োগ এবং জুলুম।

ভারত অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিলিয়া মিশিয়া সহ অবস্থান নীতি ভালবাসে, তাহার প্রমাণ সে বহুবার দিয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি ভারত তাহার স্বাধীনতা লাভের পর হইতে সৌহার্দ্দ্য দেখাইতে নিজের লাভের স্থলে লোকসান ভোগ করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। ভারত যে রাষ্ট্রের নিকট মাত্র ৫৫ কোটি টাকা ধারে, আর সে রাষ্ট্র ভারতের নিকট ৩০০ কোটি টাকা ধারে। ভারত নিজের প্রাপ্য টাকা হইতে ৫৫ কোটি টাকা দাবি কমাইয়া ২৪৫ কোটি টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিত। ভারত দোস্তি অর্থাৎ বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য নিজের ৩০০ কোটি টাকা পাওনার কোন দাবি না জানাইয়া অপর রাষ্ট্রের ৫৫ কোটি টাকা মিটাইয়া দিল। এখন ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ এই জবর দোস্তির বদলে তাহার বন্ধু রাষ্ট্রের নিকট জবরদস্তি অর্থাৎ জুলুম স্বরূপ দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছে। খোলাখুলি বলাই ভাল। পাকীস্থানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত সাহেব ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহিত চুক্তি করিয়া তাঁহার প্রাপ্য যথেষ্ট আদায় করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মুষ্টি প্রদর্শন করতঃ যে ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা (?) দেখাইয়াছেন তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলাম—এবার হিসাব করুন পাকীস্থান "লিয়া কত? আর দিয়া কত!"

সভ্য জগতে ভদ্রতার পরিবর্ত্তে ভদ্রতাই প্রাপ্য বলিয়া জানা আছে। পাকীস্থান স্বাধীনতা লাভের পর কত বার কত অভাবে ভারত কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা স্মরণ করে কি না সন্দেহ। কিছুদিন আগে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালজীর কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া ভদ্রতার প্রতিদান দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

অদৃশ্য কোনও এক শক্তি এই নিখিল বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রত্যেক লোকই তাহা বিশ্বাস করিবে। সৌদি আরব এলাকায় পাকীস্থানের গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান মন্ত্রী মহাশয় অতিথি হিসাবে যাওয়া মাত্র তথাকার লোকজন যে বিক্ষোভ ও অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করে তাহাতে পাকীস্থানের নায়কগণ নিশ্চয় একবারও ভাবিয়া থাকিবেন—কুশপুত্তলিকা নির্জ্জীব বস্তু তাহার অপমান করিয়া প্রত্যক্ষ নিজেদের সম্মান মুসলমান হইয়া মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট যেন সুদে আসলে প্রাপ্ত হইলেন। পাকীস্থানী শীর্ষস্থানীয় মহোদয়গণ অন্য এক মুসলমান রাজ্যে যাইবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া সেই রাজ্যের প্রধান কর্ত্তৃক তাঁহার দেশে যাইতে **নিষেধ** প্রদত্ত হইয়া অনুরূপ আপ্যায়িত হইয়া ধন্য হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় জবর দোস্তি পাইতে হইলে জবর দোস্তি চাই। জবর দস্তি দ্বারা সদ্ব্যবহার মিলে না।

কাশীরাম দাস স্মৃতি

গত ১৫ই এপ্রেল শনিবার মহাভারত রচয়িতা কবি কাশীরাম দাস মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার জন্মভূমি কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিংঘী গ্রামে নব নির্ম্মিত লাইব্রেরী ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫ হাজার নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন।

সাড়ে দশ হাজার টাকার ইন্সিওর উধাও

সহযোগী 'জনমতে' প্রকাশ—বহরমপুর আর-এম-এস হইতে ধুলিয়ান পোষ্ট অফিসের উদ্দেশ্যে প্রেরিত গত ১০ই এপ্রিল তারিখের মেলব্যাগে চারখানি ইনসিওর খামে মোট দশ হাজার টাকারও বেশী ছিল—এই ইনসিওর খামগুলি গন্তব্য স্থানে না পৌছাইয়া রহস্যজনকভাবে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। এই ঘটনার সংবাদ পাওয়ামাত্র ডাক ও তার বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশ বিভাগ তদন্ত কার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছে। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ গত ১৩ই এপ্রিল বহরমপুর আর-এম-এস এর সর্টার শ্রীজীতন সিমলাইকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শ্রীসিমলাই বহরমপুর আর-এম-এস অফিসে নবাগত এবং মাস তিনেক পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ হইতে বদলী হইয়া এখানে আসিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মুর্শিদাবাদ জেলায় সুদীর্ঘকালের মধ্যে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই।

সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গেল যে স্থানীয় ডাক-কর্ত্তৃপক্ষের এবং পুলিশের তৎপরতায় সন্দেহক্রমে ধৃত আর-এম-এস সর্টার শ্রীসিমলায়ের কলিকাতাস্থ বন্ধুদের গৃহ হইতে খোয়া যাওয়া ইনসিওরেন্স খামের দশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।

পরলোকে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী

কান্দী পাইকপাড়ার স্বনামধন্য লালা বাবুর বংশধর স্বর্গত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় গত ৪ঠা বৈশাখ সোমবার রাত্রি পৌনে দশ ঘটিকার সময় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, এক পুত্র, এক কন্যা ও জামাতা এবং বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ মেধা শক্তির পরিচয় দেন। তিনি একজন নামকরা সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার রচিত বঙ্কিম প্রতিভা, সমাজ ও সাহিত্য, বিশ্বপথিক বাঙ্গালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার পুত্র অতীশচন্দ্র লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজীতে অধ্যয়ন করেন। পিতার অসুস্থ সংবাদ পাইয়া সোমবার সকালে বিমানযোগে কলিকাতা আসেন। তাঁহার মৃত্যুর জন্য মঙ্গলবার সমস্ত সরকারী অফিস বন্ধ হইয়া যায়। স্কুলগুলিও এদিন বন্ধ দেওয়া হয়।

গ্রামসেবকের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ

বীরভূম জেলার আমোদপুরের সন্নিকটস্থ ক্ষতিপুরের গ্রামসেবক শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে কৃষি, পশুপালন, সমবায় ও সেচ বিষয়ে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। পুরস্কারের পরিমাণ এক হাজার টাকা। গত বৎসরও তিনি বীরভূম জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করায় ২৫০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

ফরাক্কার গোপন কথা

মেট্রোপলিটান বোর্ড এবং ফরাক্কা বাঁধ না হইলে কলিকাতা ধ্বংস হইবে, আন্তর্জ্জাতিক বিশেষজ্ঞরা ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা উদাসীন থাকিলেও তাহারা এ বিষয়ে মোটেই নিষ্ক্রিয় নহে। কলিকাতা ধ্বংস হইলে পূর্ব্ব এশিয়ার ভারসাম্যে যে বিপর্য্যয় ঘটিবে তাহা তাহারা চায় না। এতদিন যে নেহরু ফরাক্কার নাম মুখে আনিতে চাহেন নাই এখন তাঁর এত উৎসাহের কারণ বাহিরের চাপ। আমাদের ধারণা দার্জ্জিলিং-এ নেহরু বিধান রায় আলাপের মূল বিষয় ছিল এই দুইটি। পাকিস্থান বুঝিয়াছে ফরাক্কা নিয়া আর আপত্তি করিয়া লাভ নাই। তাহারা এক নূতন প্রস্তাব দিয়া বলিয়াছে—বাঁধ ফরাক্কায় না দিয়া গঙ্গায় গোদাবরী মোহনার নিকটে দেওয়া হউক এবং ভারত ও পাকিস্থান উভয়ে মিলিয়া উহা নির্ম্মাণ করুক। ইহাতে পূর্ব্ব পাকিস্থানের রাজসাহী জেলা এবং পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মাঝখানে বাঁধটি থাকিবে। উভয়ের যুক্ত প্রয়াসে নির্ম্মিত হইলে উহার খবরদারীও দুজনে করিবে। ইহাতে পশ্চিম বঙ্গ হইতে রাজসাহীর উপর দিয়া বিহারে যাতায়াত করা যাইবে এবং মুর্শিদাবাদের ভিতর দিয়া বাঁধের জল কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদাবাদ এবং খুলনা পাঠানো যাইবে। পাকিস্থান জানে রাস্তা যখন খুসী বন্ধ করা যায় কিন্তু খালের জলে হাত দিলে বিশ্বব্যাঙ্ক আসে। এই সংবাদটি "পাকিস্থান টাইমস"-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

'যুগবাণী'

মর্ম্মান্তিক ঘটনা

শুভ ১লা বৈশাখ শুক্রবার বীরভূম জেলার পাইকর গ্রামের শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা মহাশয়ের পত্নী শেফালি দেবী (২৫) হিলোড়া হেল্‌থ সেণ্টারে একটী শিশু প্রসবের পর গর্ভে আরও সন্তান থাকা স্বত্বেও প্রসব না হওয়ায় তাঁহাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনা হয়। এখানে একটী জীবিত ও একটী মৃত শিশু প্রসবের পর প্রসূতির মৃত্যু হয়। স্থানীয় যুবক ও বয়স্ক ভদ্রমহোদয়গণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শবদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেন।

মহিলার পূর্ব্ব গর্ভজাত পাঁচটী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মাগো, মাগো বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শবানুগমন করিতে থাকে। মাতৃহারা সন্তানগণের করুণ আর্ত্তনাদে পথপার্শ্বস্থ নরনারীগণ অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহাদের নিকট নব-বর্ষোৎসব করুণোৎসবে পরিণত হইয়াছে।

১৯৬১ সালের প্রথম হজ যাত্রী দল

গত ২২শে মার্চ্চ মোহম্মদী জাহাজে ১৮৬০ জন হজযাত্রী বোম্বাই হইতে জেড্ডা যাত্রা করিয়াছেন। রমজানের পরে এই প্রথম হজযাত্রী চলাচল আরম্ভ হইল।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে আমার এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ...
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে ...

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ...

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।